টেলিফোন ঃ ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

আধুনিক
ডিজাইনের
= বিয়ের =
কার্ড
পণ্ডিত-প্রেসে পাবেন।

৫৭শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ— ১৬ই ভাদ্র বুধবার, ১৩৭৭ ইং 2nd Sept. 1970 | ১৬শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...
দীপ্তি লণ্ঠন
ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার
দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের
মনের মত ভাল বই
সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।
STUDENTS' FAVOURITE
Phone—R.G.G. 44.

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭০

১৯৬৯ সালের ডিক্রীজারী

২০ মনি ডিঃ মোসাম্মাৎ জুম্মাতুন বিবি দেঃ মহম্মদ আউল নবী সেখ দাবি ৬২৩.৩৮ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে মণ্ডলপুর ৮০ শতক জমির কাত ৫/৩ পাই তন্মধ্যে ৫০ শতক খং নং ৭৬০

বলিনু—ব্যারামে করেছি কামাই
আর করিব না কভু,
অন্য মাসে খেটে শোধ দিব সেটা
এ মাসে কেটো না প্রভু!
—দাদাঠাকুর

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৬ই ভাদ্র বুধবার সন ১৩৭৭ সাল।

॥ বিনিয়োগ ও সমাজতন্ত্র ॥

খবরে প্রকাশ, এবার দেশে বিনিয়োগের অবস্থা নাকি সন্তোষজনক। কেন্দ্রীয় শিল্পোন্নয়ন মন্ত্রক এই তত্ত্বের ব্যাখ্যাতা। কেননা, শিল্প-লাইসেন্সের জন্য আবেদনপত্রের সংখ্যা এই বৎসর রীতিমত আশাব্যঞ্জক। এক কোটি টাকার চেয়ে কম বিনিয়োগ যেখানে, তাদের বাদ দিয়া যে নূতন লাইসেন্স-দান নীতি চালু হইয়াছে, তাহাতে এ পর্যন্ত হাজারের বেশী আবেদনপত্র পাওয়া গিয়াছে। শুধু নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠার জন্যই প্রায় পাঁচশত আবেদনপত্র আসিয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রায় আশিটির প্রত্যেকটিই পাঁচ কোটি টাকার বেশী বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন।

নিয়মানুযায়ী যেখানে বিনিয়োগ এক কোটি টাকার কম, সেখানে লাইসেন্সের প্রয়োজন নাই বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া। কিন্তু যে সমস্ত ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন ও চাহিদায় ব্যবধান থাকে, তাহাদের জন্য নাকি একটি তালিকা তৈয়ারী হইতেছে। ইতোমধ্যে ভারতীয় বণিক সংস্থা নিজস্ব পদ্ধতিতে প্রস্তুত একটি তালিকা কেন্দ্রীয় শিল্পোন্নয়ন মন্ত্রকে পাঠাইয়াছেন। সরকার প্রবর্তিত নূতন লাইসেন্স দানের নীতি সম্পর্কে জানা যায় যে, বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান যেগুলি, তাহাদের উপর কিছু বিধি-নিষেধ আরোপিত হইবে। কিন্তু তাহার দ্বারা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সম্পদ উপযুক্ত ক্ষেত্রে সদ্ব্যবহৃত হইবার পথে কোন বাধা না পায়—সরকার সেদিকে লক্ষ্য রাখিবেন। বিনিয়োগবিহীন ক্ষেত্রে ঐ সম্পদকে কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা করা হইবে। কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক কমিটি এইরূপ বিনিয়োগের নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত একটি প্ল্যান তৈয়ারী করিবেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের আধুনিক সমাজতন্ত্রের নমুনা ছাড়া ইহা আর কিছু নয়। লাইসেন্সদানের নীতি সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে বড় শিল্পপতিদের আরো শিল্পের প্রসার ঘটাইবার ব্যবস্থা করার দিকে সরকারের লক্ষ্য। পুঁজিয়ালদের পুঁজি বাড়াইবার সুযোগ থাকার দরকার; তবেই তো উৎপাদন বাড়িবে। উৎপাদনের বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে সমবণ্টনের প্রশ্ন আসে। ইহা ব্যতীত অর্থনৈতিক বিকাশের পথে বাধা আসিবে। একচেটিয়া কারবারীরা তাঁহাদের মনোপলি চালাইতে থাকুন। ইহা বন্ধ করিলে তাঁহারা উৎপাদন বন্ধ করিতে পারেন এবং তাহাতে দেশের অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটিতে পারে।

সরকার যেভাবে দিনের দিন কালোবাজারী, ফাটকাবাজ ধুরন্ধরদের কুক্ষিগত হইয়াছেন, তাহার পরিচয় বহু আগেই পাওয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ দেশের রাজনীতিতেও এই সব মহাপুরুষদের প্রভাব অনিবার্য হয়। নব্যকংগ্রেসী সমাজতন্ত্র ইঁহাদের মর্জি মাফিক চলিতে বাধ্য। তবে মাঝে মাঝে যে মিঠা হুমকি শুনা যায় তাহা কাঁকুড়ক্ষেতের মালিকের শিয়াল তাড়াইবার মত। শিয়ালে কাঁকুড় খাইয়া যায় বলিয়া ক্ষেতমালিক রাত্রিতে নিদ্রিত অবস্থাতেই 'দূর দূর' বলিয়া উঠিত। শিয়াল প্রথম দিকে ঘাবড়াইয়া গেলেও দুদিন পর কারসাজি বুঝিল এবং তখন সানুচর সে ক্ষেতের কাঁকুড় সাবাড় করিতে লাগিল। এখানেও ব্যাপারটি তাই। সাধারণ লোক দুই মুষ্টি অন্ন ও একখানি পরিধেয় বস্ত্র সংগ্রহ করিতে হিমসিম খাইয়া মরিতেছেন, আর অন্যদিকে লক্ষ্মীপেঁচারা ইহাদের শেষ করিয়া ফাঁপিয়া ফুলিয়া ঢোল হইল। সরকারী হুমকি কোন কাজে লাগে না।

প্রধান মন্ত্রী গত আগষ্ট মাসের কোন এক সময় রাজ্যসভায় বলেন যে, ভারতে বেকারের সংখ্যা কত, তাহা তিনি জানেন না। রাজ্যসভার সদস্যেরা সেদিন তাঁহাকে বাহবা দিতে গিয়া মস্তক কণ্ডুয়ন করিয়াছিলেন কিনা তাহা জানি না, তবে বেকার সমস্যার সমাধানের পথ ইহাতে রুদ্ধ হইতে পারে তাহা ঠিক। জিনিসপত্রের দাম দিনের দিন ঊর্দ্ধমুখী। ঔষধপত্র কিনিবার জো নাই। একটি সাধারণ পরিবারের একটিমাত্র রোগী সেই পরিবারকে পথে বসাইবার পথ প্রস্তুত করিতে পারে। উৎপাদনকারীর লাভের কথা ভাবা দরকার, নচেৎ উৎপাদন বন্ধ। দেশের মানুষের কষ্ট—উহা কিছু নয়। নানাভাবে দেশবাসী শোষিত হইতেছেন, আর তাহার দ্বারা বাহাত্তরী নির্বাচনের রসদ সংগ্রহ হউক—ইহাতে আপত্তির কি আছে? গদি রাখার জন্য 'মহাজন'-দের সান্নিধ্য ও সাহচর্য দরকার। এশিয়ার বৃহত্তম গণতন্ত্রের জয়ঢক্কা ইথার তরঙ্গে প্রবল কম্পন তুলিয়া সমাজতান্ত্রিক সমাজগঠনের যে ব্যঙ্গচিত্র আঁকিতেছে, তাহাতে পৃথিবীর অপরাপর উন্নতিকামী ও উন্নতিশীল দেশ একটু মুচ্‌কি হাসিতে পারে মাত্র।

জঙ্গিপুর সংবাদ

বিশেষ সংখ্যা (শারদীয়া) প্রকাশিত হইবে। বিজ্ঞাপনদাতাগণ যোগাযোগ করুন।

—সম্পাদক, জঙ্গিপুর সংবাদ

গঙ্গায় ভাঙ্গন

জঙ্গিপুর মহকুমার বেনিয়াগ্রামের নিকট এল-সি-টি ঘাটে ভাঙ্গন দেখা দিয়াছে। এই ঘাট দিয়ে প্রত্যহ বহু সংখ্যক মালবাহী ট্রাক পারাপার হয়। ভাঙ্গনের জন্য পারাপারে বিলম্ব হওয়ায় জাতীয় সড়কের উপর বহু ট্রাক আটক পড়িয়াছে। মালবাহী ট্রাক আটক থাকার ফলে বহু স্থানের ব্যবসাদারদের ক্ষতি হইবে সন্দেহ নাই।

জন্মাষ্টমী

—অবনীকুমার রায়

হে কংসধ্বংসকারী শ্রীমধুসূদন, সেই সুদূর কোন অতীতে তোমার আবির্ভাব হ'য়েছিল বেদনাক্লিষ্ট পৃথ্বীর বেদনা লাঘবের জন্য, তা আজো অক্ষয় হ'য়ে আছে ভারতের বুকে।

গীতায় তুমিই ব'লেছিলে,—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

'ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায়' তুমিই অর্জুনকে অস্ত্র ধরিয়েছিলে মহাপাতক কৌরবদের বিনাশের জন্য। আজ তুমিই আবার অস্ত্র ধারণ কর দেশের কলুষ হরণের জন্য।

তুমিই প্রেমধর্মে উদ্বেলিত ক'রেছিলে শ্রীবৃন্দাবন মথুরা। তুমি আবার আবির্ভূত হও খণ্ডিত বঙ্গভূমির দুর্গত জনগণের মধ্যে 'ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায়'। প্রেমের বন্যায় ভাসিয়ে দাও মোহগ্রস্ত এই বাংলাদেশ, তথা সারা ভারতবর্ষকে।

আজ আমাদের চতুর্দিকে দেখছি প্রেতাত্মার তাণ্ডব, ধর্মের গ্লানি, দলাদলির উন্মত্ততা। ভাই ভাই-এর বুকে ছুরি বসাচ্ছে বিনা দ্বিধায়। চ'লছে গোলাগুলি, ফাটছে সোডার বোতল, কাঁদুনে গ্যাসের শেল, দয়াহীন লাঠির আঘাতে ফাটছে মানুষের মাথা। ম'রছে মানুষ গরুভেড়াছাগলের মত। সমাজের এই বীভৎস ধ্বংসলীলার মধ্যে আবির্ভূত হও, হে কেশব, হে কংসধ্বংসকারী।

ধর্মের গ্লানি কি আজো সীমা ছাড়িয়ে যায় নি? আজো কি তোমার কৃপাদৃষ্টি লাভে নবজীবন লাভ ক'রবে না এই হতভাগ্য বঙ্গদেশ।

অধর্মের অভ্যুত্থান তো আজ দিকে দিকে, সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। অধর্মের এই অগ্নিদাহ হ'তে রক্ষা কর, হে মহাভাগ, আমাদের বিপথচালিত এই বাংলাদেশকে। আবির্ভূত হও হে শঙ্খপদ্মগদাচক্রধারি, 'বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্'।

সাধু? বাংলাদেশে এই সাধুপদবাচ্য আজো যাঁরা আছেন, অবহেলিত অবজ্ঞেয়, তাঁদের রক্ষা কর, পরিত্রাণ কর, ধর্ম সংস্থাপন কর।

যুগে যুগে তুমিই তো আবির্ভূত হ'য়েছো মহাসত্ত্ব বোধিসত্ত্বরূপে, মহাতেজোদীপ্ত শ্রীশঙ্কর বিবেকানন্দ নেতাজীরূপে, মহাপ্রেমময় শ্রীচৈতন্য পরমহংসদেব মহাত্মা গান্ধী রবীন্দ্রনাথরূপে। তুমি আবার আবির্ভূত হও মহাজ্ঞানী, মহাতেজস্বী, মহাপ্রেমিকরূপে এই মহাদুর্গত বাংলাদেশে।

হে মহাভাগ, আমাদের পরমজ্ঞান দান কর। আমরা যেন সত্যাসত্য, ন্যায় অন্যায়, ধর্মাধর্ম সম্যক্ উপলব্ধি ক'রে সত্য-ন্যায়ধর্মের পথে দৃঢ়পদক্ষেপে এগুতে পারি। হে ভগবান, সবাইকে 'সৎমতি' দাও।

হে পরমপিতা পুরুষোত্তম, তোমার মহাতেজে পুড়ে ছাই হ'য়ে যাক দেশের যত কলঙ্ক, হিংসাদ্বেষ। দেহ বীর্য, ওহে বীর্যময়।

হে পরমপ্রেমিক, তোমার প্রেমে প্লাবিত হোক সারা বাংলাদেশ, সারা ভারত, সমস্ত বিশ্ব।

এই তো সেই দেবরূপী মানুষ 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার'; এদের সবাইকে প্রেমধর্মে জাগরিত কর।

হে পরমজ্ঞানী মহাতেজস্বী মহাপ্রেমময় চৈতন্যস্বরূপ দেবাদিদেব, তুমি আবার আবির্ভূত হও আজকের এই মহালগ্নে মহাঅষ্টমীর এই দুর্যোগময়ী রাত্রিতে; প্রচার কর শান্তির বাণী—ওম্ শান্তি, ওম্ শান্তি, ওম্ শান্তি।

আর আই সি

(ভারত সরকারের সংস্থা)

তাহাদের উৎপাদিত নিম্নলিখিত পণ্যসামগ্রী বিক্রয়ের জন্য
রেজিস্টার্ড ব্যবসায়ী/দোকানদারদের কাছ থেকে

আকর্ষণীয় সর্তে ডীলারশিপ-এর

আবেদনপত্র আহ্বান করিতেছে:

★ সকল প্রকার সুতী ও সিল্কের তাঁতবস্ত্র—ধুতি, শাড়ী, বেডকভার, বিছানার চাদর, শার্টের কাপড়, মলমল, মার্কিণ, গৃহসজ্জার-বস্ত্র, স্কার্ফ, গরদ ইত্যাদি।

★ পুরুষ ও মহিলাদের জন্য নানাপ্রকার জুতা ও স্যাণ্ডেল।

অবিলম্বে নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন:
ইনফরমেশন অ্যাণ্ড রেজিস্ট্রেশন অফিসার,
রিহ্যাবিলিটেশন ইণ্ডাষ্ট্রীজ কর্পোরেশন লিঃ
২৫, ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬

NOTICE

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে জঙ্গিপুর মুন্সেফী আদালতের boundary মধ্যে যে পুকুরটি আছে তাহাতে মাছ চাষ আবাদের জন্য ৫ পাঁচ বৎসরের নিম্নলিখিত সর্তে প্রকাশ্য নিলামে বন্দোবস্ত করা হইবে। ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিগণ 25/9/70 তারিখে বেলা ১১ টার সময় অত্র আদালতের নাজিরখানায় হাজির হইবেন।

সর্তাবলী:— (১) নিলাম ডাকের টাকা বার্ষিক ৬৫০৲ টাকার কম হইবে না। (২) নিলাম ডাক জজ বাহাদুর কর্তৃক মঞ্জুর হইলে পাঁচ বৎসরের জন্য সর্ব্বোচ্চ ডাকের টাকা এককালীন জমা দিতে হইবে এবং এই সর্ত ডাকের পূর্ব্বকালীন সর্ত বলিয়া গণ্য হইবে। (৩) নিলাম ক্রয়কারীকে উক্ত পুকুরের নিলাম ডাক হইতে এক বৎসরের মধ্যে সংস্কার সাধন করিতে হইবে অন্যথায় licence বাতিল করা হইবে। (৪) সরকারী নিয়মানুযায়ী licence এর বিধিমত licencee কে কার্য্য করিতে হইবে তাহার কোনরূপ ব্যতিক্রম হইলে আইন অনুযায়ী licence বাতিল করা হইবে। ২৭।৮।৭০

Sd/- S. K. Sinha.
Munsif 1st Court, Jangipur.

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

ডাবর আমলা কেশ তৈল

কেশ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে ও ঘন কৃষ্ণ কেশোদ্গমে সহায়তা করে।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।
এজেন্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ
অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুর‍্যাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস	সেলস অফিস ও শোরুম
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯	৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলিঃ	ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

আর. পি. ওয়াচ কোং

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — জেলা মুর্শিদাবাদ।
ছোট বড় যে কোন ঘড়ি, দেওয়াল ঘড়ি ও হাতঘড়ি সুলভে নির্ভরযোগ্য মেরামতের জন্য আর. পি. ওয়াচ কোং র দোকানে পাঠিয়ে দিন। বিনীত—শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভকত

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবনের

পামারি

চুলকুনি ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ
কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর
রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য সডাক ৪'০০ চারি টাকা, শহরে ৩'০০ তিন টাকা, প্রতি সংখ্যা দশ পয়সা।

বিজ্ঞাপনের হার:—প্রতিবার প্রতি লাইন ৭৫ পয়সা। প্রতিবার প্রতি সেন্টিমিটার ১'৫০ এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা, পূর্ণ পৃষ্ঠা ৮০'০০ টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৪৫'০০ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ২৫'০০ টাকা। চারি টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

জঙ্গিপুর সংবাদের ক্রোড়পত্র
১৬ই ভাদ্র, ১৩৭৭

ভাগীরথী বক্ষে ৭২ কিলোমিটার সন্তরণ প্রতিযোগিতা

গত ৩০শে আগষ্ট রবিবার সকাল সওয়া পাঁচ ঘটিকার সময় রঘুনাথগঞ্জ (জঙ্গিপুর) সদরঘাট হইতে দশ জন সাঁতারু প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন। জঙ্গিপুরের মহকুমা-শাসক শ্রীমানিকলাল ব্রহ্মচারী মহাশয় সন্তরণ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। জিয়াগঞ্জ সদরঘাট হইতে গোরাবাজার সদরঘাট পর্যন্ত ১৯ কিলোমিটার প্রতিযোগিতায় ৩৯ জন সাঁতারু যোগদান করেন। তন্মধ্যে ৩ জন মহিলা ছিলেন। ১৯ কিলোমিটার প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন জিয়াগঞ্জ রাজা বিজয় সিং বিদ্যা-মন্দিরের প্রধান শিক্ষক শ্রীরঞ্জিতকুমার ঘোষ মহাশয়। গঙ্গার দুই ধারে অসংখ্য নরনারী উপস্থিত থেকে প্রতিযোগীদের উৎসাহ দেন। জেলা-শাসকের অনুপস্থিতিতে অতিরিক্ত জেলা-শাসক শ্রীএস, এস, চ্যাটার্জ্জী মহাশয় পুরস্কার বিতরণী সভায় পৌরোহিত্য করেন এবং শ্রীমতী চ্যাটার্জ্জী মহাশয়া প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করেন।

৭২ কিঃ মিঃ জঙ্গিপুর ঘাট হইতে

১। শ্রীপরমেশ দাস ঘোষ, চাতরা সুইমিং ক্লাব, শ্রীরামপুর—প্রথম।

২। শ্রীমধুসূদন দাস, বিবেকানন্দ ব্যায়াম সমিতি, বহরমপুর—দ্বিতীয়।

৩। শ্রীতপন দে, চাতরা সুইমিং-ক্লাব, শ্রীরামপুর—তৃতীয়।

১৯ কিঃ মিঃ জিয়াগঞ্জ ঘাট হইতে

১। শ্রীসুনীল মিত্র, (কলেজ স্কোয়ার)—প্রথম

২। শ্রীমণীশ চক্রবর্ত্তী, ক্যালকাটা স্পোর্টস এসোসিয়েসন—দ্বিতীয়

৩। শ্রীরতিরঞ্জন ধর, ত্রিপুরা—তৃতীয়

১৯ কিঃ মিঃ (মহিলা) জিয়াগঞ্জ হইতে

১ম কুমারী রত্নারাণী ধর,—আগরতলা

২য় বাণী দাস—আগরতলা

৩য় গৌরী দাস—গুরুদাস সন্তরণ শিক্ষাকেন্দ্র

মনে আছে কি?

আগামী ৫ই সেপ্টেম্বর

শিক্ষক দিবস। আসুন এই দিনে ভারতের শিক্ষক গোষ্ঠীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

এগুলি হচ্ছে—

জঙ্গিপুর ষ্টেশনে বৈদ্যুতিকরণ—নিমতিতা ষ্টেশনের আমূল সংস্কার—বোখারায় হল্ট ষ্টেশন এবং ১৯৭২ সাল থেকে হাওড়া-আজিমগঞ্জ ফরাক্কা উত্তরবঙ্গের মধ্যে অন্ততঃ দু'টি এক্সপ্রেস ট্রেণ চলাচল।

গত ২২শে আগষ্ট কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী শ্রীনন্দার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত রেলদপ্তরের হাওড়া ও শিয়াল-দহ বিভাগের আঞ্চলিক পরামর্শদাতা কমিটির এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে শ্রীনন্দা শ্রীত্রিদিব চৌধুরী (এম, পি) ও শ্রীপ্রণব মুখার্জীকে সুস্পষ্টভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে ১৯৭২ সাল থেকে উত্তর-ভারত এবং উত্তর বাংলা থেকে অন্ততঃ দু'খানি করে এক্সপ্রেস ট্রেণ ফরাক্কা-আজিমগঞ্জ কাটোয়া হাওড়া রেলপথে যাতায়াত করবে। এছাড়া সেদিনের বৈঠকে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচিত হয় এবং ফলশ্রুতি লাভ করে। যেমন—অবিলম্বে জঙ্গিপুর রেলষ্টেশনে বৈদ্যুতিকরণ, নিমতিতা ষ্টেশনের আমূল সংস্কার, আজিমগঞ্জ নলহাটী রেলপথে বোখারায় একটি রেলওয়ে হল্ট ষ্টেশন স্থাপন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য দীর্ঘদিনের এইসব অসুবিধাগুলির সমাধান হ'লে জঙ্গিপুর মহকুমা-বাসিগণ শান্তিতে রেলভ্রমণ করতে পারবেন। বোখারা ও তৎ পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের জনগণ দীর্ঘদিন ধরে হল্ট ষ্টেশন স্থাপনের জন্য দাবী ও সংগ্রাম চালিয়ে এসেছেন। এতদিনে তাঁদের সে দাবী পূরণ হ'ল।

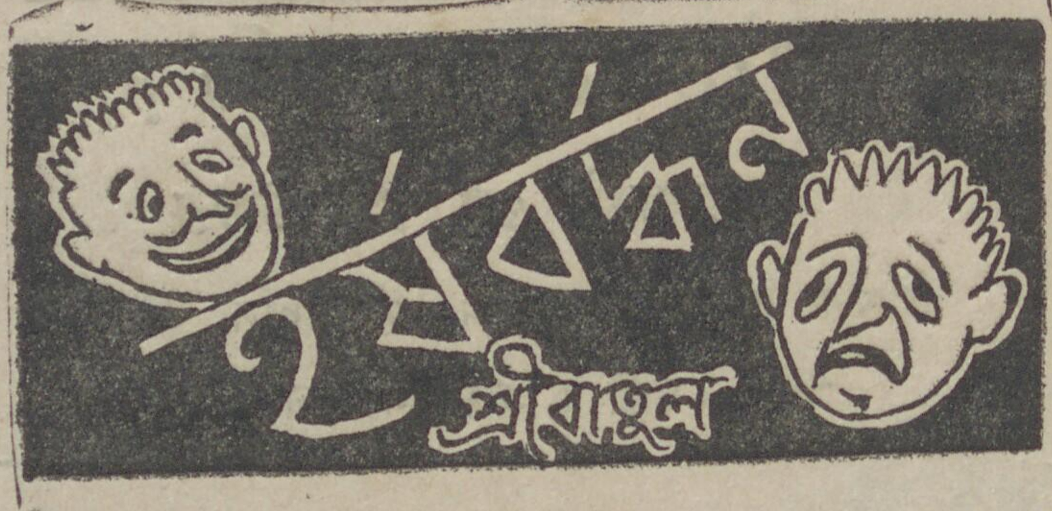

'আজকাল রাজনীতির মান যেন নীচু হয়ে যাচ্ছে।'—মন্তব্য।

—তা কেন? শ্রেষ্ঠত্বের দাবীতেই পথের রাজা যখন রাজপথ, নীতির রাজা ত রাজনীতি হবেই!

* * *

'দমদম বন্ধ'-এর দিন আমার এক বন্ধু খুব অল্পের জন্য বেঁচে গেছেন।

দম বন্ধ হবার উপক্রমে তিনি দমে গিয়েছিলেন নিশ্চয়ই।

* * *

'হরতাল কী?'—প্রশ্ন।

—যাতে প্রাণের দায়ে হর অর্থাৎ প্রত্যেকে তাল অর্থাৎ মত দেয়, আর উঠ্‌তি বয়সী ছেলেদের খুন-জখম-গ্রেপ্তার হওয়ার সুযোগকে তাদের মা-বাবা ঠেকিয়ে রাখতে পারেন না, এমন এক অপূর্ব সন্ধিক্ষণ।

* * *

কাতুখুড়ো বললেন—'বাবাজী, আজকালকার ধর্মই হচ্ছে ধর্মঘট।'

বাবাজী—'খুড়ীরাও এইবার থেকে ব্যাপ্টাইজ্‌ড্‌ হোন।'

* * *

বাংলা অচল করতে কোন পারটি প্রস্তুত, এর মোকাবিলাতে সরকারও প্রস্তুত শুনলাম।

মাঝে আছেন যে সাধারণ মানুষ তাঁরা কিন্তু নেহাৎ অপ্রস্তুত।

'কিছু ট্রামবাসের সঙ্গে পুলিশের কনভয়'—সংবাদ।

পাছে পথে রয় কোনো ভয়?
তবু ট্রামবাস পোড়া
বন্ধ নাহি ত রয়!

কালীমন্দির ভাঙার অপরাধে
জিয়াগঞ্জের প্রখ্যাত ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার পরে জামিনে খালাস

গত ২৯শে আগষ্ট জিয়াগঞ্জ বাদুড়তলার কালীমন্দিরের কিছুটা অংশ ভেঙে ফেলার দায়ে জিয়াগঞ্জের প্রখ্যাত ব্যবসায়ী শ্রীনাথমল জৈন পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার হন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, কয়েকজন লোক জিয়াগঞ্জ বাদুড়তলার কালীমন্দিরের পার্শ্বে একটি ঘর তৈরী করে, এবং সেখানে তারা রাত্রে জুয়াখেলা ও অন্যান্য সমাজবিরোধী কাজ বেশ ভালভাবেই চালাতে থাকে। এই ঘরটির একটি দেওয়াল শ্রীজৈন-এর গুদামের প্রবেশদ্বারের সম্মুখে হওয়ায় গুদাম যাতায়াতে অসুবিধার সৃষ্টি করে। এই কারণে তিনি লোক দিয়া ঘরটি ভাঙিয়া দেন। ঘরটি ভাঙার ফলে কালীমন্দিরের কিছুটা অংশের ক্ষতি হয়। তাহাতে কিছু স্থানীয় লোক মন্দির ভেঙে ধর্মের অবমাননা করার অভিযোগে শ্রীজৈন-এর নামে জিয়াগঞ্জ থানায় ডাইরী করলে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। ঘটনাটি জিয়াগঞ্জের অধিবাসী মহলে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। শ্রীজৈন এখন জামিনে খালাস আছেন। তবে ঘটনাটির মীমাংসা এখনও হয় নি।

মোটর বাসে প্রচণ্ড ধাক্কা চালক ও যাত্রী আহত

গত ৩০শে আগষ্ট রবিবার বৈকালে মিঞাপুর গ্রামের নিকট 'সেবা' বাস রঘুনাথগঞ্জ অভিমুখে আসার সময় 'সুপ্রভাত' বাস পিছন দিক হইতে সেবা বাসে ধাক্কা মারে। তার ফলে 'সেবা'র পশ্চাদ্‌ভাগ ও 'সুপ্রভাতে'র সম্মুখভাগ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং উভয় বাসের কয়েকজন যাত্রী ও 'সুপ্রভাতে'র চালক আহত হইয়াছে।

বিবেকানন্দ স্মারকশিলা

২রা সেপ্টেম্বর বুধবার ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রীভি, ভি, গিরি কন্যাকুমারীতে বিবেকানন্দ শিলা স্মৃতি-মন্দিরের শুভ উদ্বোধন করিয়াছেন।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।